সংবাদ

তারিখ ... JUN 4 2006 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭ .....

এ সরকার উচ্চশিক্ষার নামে বাণিজ্য বন্ধ করবে না!

শিক্ষামন্ত্রী এম ওসমান ফারুক দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনিয়ম এবং কতিপয় বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ শাখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে সম্প্রতি তার অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন বলে খবরে প্রকাশ। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বলেছিলেন যে, আইন ও নিয়ম ভঙ্গকারী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কোন ক্ষমতা কমিশনের নেই। কমিশন সুপারিশ করতে পারে মাত্র। এখন শিক্ষামন্ত্রীও বলছেন, এসব ব্যাপারে তার অথবা তার মন্ত্রণালয়েরও কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী স্পষ্ট করে বলছেন না, কে বা কারা তাকে অসহায় করে ফেলেছে।

শিক্ষামন্ত্রী এ কথাও বলেন যে, বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পাঠানোর নামে আদম রপ্তানি ব্যবসায় নিয়োজিত। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, সব জেনেশুনেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছুই করতে পারছে না। শিক্ষামন্ত্রী অবগত আছেন, বেআইনিভাবে কয়েকটি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকাভিত্তিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের ক্যাম্পাস খুলেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে অপারগ। এর বড় একটা উদাহরণ হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তার নিজ নির্বাচনী এলাকা কিশোরগঞ্জে প্রাইম ইউনিভার্সিটি একটি 'আউটার ক্যাম্পাস' কয়েক বছর ধরে চালু রেখেছে। কয়েকবার চেষ্টা করেও তিনি এ অবৈধ ক্যাম্পাস বন্ধ করতে পারেননি। মন্ত্রণালয় থেকে কয়েকবার চিঠি দিয়ে ক্যাম্পাসটি বন্ধ করতে বলা হয়েছিল।

বিভিন্ন মহল থেকে তীব্র সমালোচনা করা হলেও বিএনপি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে অতিউৎসাহ দিয়েছে বলে ড. এম ওসমান ফারুক জানালেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছাড়ার সময় দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ১৬টি। বর্তমানে তার সংখ্যা ৫৪টিতে দাঁড়িয়েছে। আরও ৭টিকে নাকি অনুমোদন দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে মঞ্জুরি কমিশনে আরও অর্ধশত নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন জমা পড়ে আছে। বিএনপি-জামায়াত সরকার গত সাড়ে চার বছরে যে ৩৮টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছে সেগুলোর অধিকাংশের চালচুলো নেই। তদ্বির ও টাকার জোরে অনুমোদন নিয়ে দলীয় লোকজন নামকাওয়াস্তে শিক্ষা কার্যক্রম চালু এবং সার্টিফিকেট বিক্রি করে টাকা কামাচ্ছে। এসবই ওপেন সিক্রেট। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। এমনকি মঞ্জুরি কমিশন যে ৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে বলেছিল, সেগুলোও 'ওপরের হস্তক্ষেপে' বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বিষয়ে ঘাটতির জন্য নৈরাজ্য চলছে। ৩০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন উপাচার্য নেই। প্রায় বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্বদ্যািলয়ে 'চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার' শিক্ষক বা শিক্ষানুরাগী নন। যারা আছেন, তাদের অধিকাংশই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। সবমিলিয়ে বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষায় কোন অবদান রাখছে না। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কান মুচড়ে টাকা-পয়সা আদায় করছে মাত্র। সম্প্রতি দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি নামের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভুয়া অনুমোদনপত্র নিয়ে ৫ বছর ধরে চালু আছে বলে অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়। তদন্তকারী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টি খুঁজে না পেয়ে তিনি তদন্ত শুরু করতে পারেননি!

২০০৩ সালে ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা তদন্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি উচ্চপর্যায়ে কমিটি নিয়োগ করে। কমিটি ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করার সুপারিশ করে। তার মধ্যে ২টি তদ্বির করে সে আদেশ স্থগিত করে। তবে বাকি ৬টির ব্যাপারেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তারা মহানন্দে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে 'প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট ১৯৯২' সংশোধন করার যে প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে করা হয়েছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রতিনিধি শিক্ষামন্ত্রীকে জানিয়ে এসেছেন যে, আইনের কোন সংশোধনী তারা মানবেন না। এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এমন কথাও বলেছেন যে, যারা টাকা-পয়সা খরচ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করেছে, তারা যেমন খুশি বিশ্ববিদ্যালয় চালাবে। প্রশ্ন হলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ-নির্দেশ অমান্য করার সাহস পায় কোথা থেকে এটা সবাই জানে। এগুলো ১৯৯২ সালের আইনও মানছে না এবং মানসম্মত করার জন্য এ আইনের সংশোধনীও মেনে নেবে না। দেশে উচ্চশিক্ষায় আইনের শাসনের যে দৃষ্টান্ত জোট সরকার স্থাপন করছে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তার নৈরাজ্যকর কুফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।